# সুখময় মুসলিম জীবন

আব্দুল্লাহ আল কাফী

প্রকাশনায়

**পথিক প্রকাশন**

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

**সুখময় মুসলিম জীবন**
আব্দুল্লাহ আল কাফী

**প্রকাশক :** মো. ইসমাইল হোসেন

**গ্রন্থস্বত্ব :** প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

**প্রকাশনায়**

পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

**প্রথম প্রকাশ :** জুন ২০২২ ইং

**প্রচ্ছদ :** সিদ্দিক মামুন

**বইমেলা পরিবেশক :** প্রিতম প্রকাশ

**অনলাইন পরিবেশক**

rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
islamiboi.net
al furqanshop.com
raiyaanshop.com

**মূল্য : ৫৮০/-**

# উৎসর্গ

আমার দাদা মরহুম নুরুল হুদা (রহ.)

এবং দাদি ফয়জুন্নেছা (রহ.)-এর রুহের মাগফিরাত কামনায়...।

# মুখবন্ধ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য, যিনি আমাদের দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়ে অন্যান্য সবকিছুকে অন্ধকার ঘোষণা দিয়েছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রাণপ্রিয় নবিজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, যিনি সমাজ থেকে সকল জাহেলি আঁধার দূর করে মানবজাতিকে প্রদান করেছেন শাশ্বত সুন্দর সুখময় জীবনব্যবস্থা। আরও রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবাদের উপর, যাদের ঐকান্তিক ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও কুরবানে ইসলাম দিক-দিগন্তে বিস্তৃত হয়েছে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম সর্বজনীন চির শান্তিময় জীবনব্যবস্থা। ইসলামই একমাত্র স্রষ্টার পক্ষ থেকে গোটা মানবজাতির জন্য সুখ ও সমৃদ্ধির মাপকাঠি। যুগ যুগ ধরে জাহিলিয়াতের নিকষকালো অন্ধকারে নিমজ্জমান আরবের মাঝে মুক্তি ও শান্তির বার্তা নিয়ে সত্য ও মিথ্যার কষ্টিপাথর হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্রষ্টার সর্বশেষ মেসেঞ্জার মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি এসে ছড়িয়ে দিলেন তাওহিদ ও ঈমানিয়্যাতের ফল্গুধারা। দীক্ষা দিলেন শান্তি ও মুক্তির স্রোতধারা। দলে দলে আরবরা তার উপর ইমান আনলো। তার আনীত সমাজ ও জীবনব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করে ঐশী প্রেমের ডাকে নিজেদের বিলীন করে দিলো। তৈরি হলো সাম্য ও মানবিকতার সংবিধান। ন্যায় ও ইনসাফের আদালত। প্রতিষ্ঠিত হলো শান্তি-সুখের চির শাশ্বত জীবনব্যবস্থা।

কালের ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে গেছে ইসলামি খিলাফতের সেই স্বর্ণালী ভোর, রুপোলি সন্ধ্যা। নির্লিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। কিন্তু দ্বীনের ম্যানুয়াল আল-কুরআন তো হারিয়ে যায়নি। কি করেই বা হারাবে? এর মুহাফিজ তো স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। তিনি নিজ হাতে এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে এর প্রেরণাতেই মুসলিম উম্মাহর বারংবার উত্থান ঘটেছে। মৃতপ্রায় ইমান তরুতাজা হয়েছে। কিন্তু নফসের তাঁবেদারি আর শয়তানের অনবরত প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে মুসলিম উম্মাহ খুইয়ে ফেলেছে তার আত্মপরিচয়। স্রষ্টার শাশ্বত আইন থেকে বিচ্যুত হয়ে অশান্তি, অরাজকতা আর বে-ইনসাফ অদ্য নিমজ্জমান সমাজের সার্বক্ষণিক চিত্রপট। তবে একথা দিবালোকের ন্যায় চির সুস্পষ্ট যে, সর্বকালেই এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অনুশাসন যাঁরা মেনে নিয়েছে, নিজেদের জীবন ও আত্মাকে এর স্বচ্ছ আলোয় পরিশুদ্ধ করেছে,

তারাই সুখ ও শান্তিময় স্বচ্ছ জীবন পেয়েছে। ঐশী প্রেমের আত্ম প্রশান্তিতে জীবনের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। বক্ষমান গ্রন্থটি সেই সুখময় মুসলিম জীবনকে ঘিরেই।

গ্রন্থটি প্রতিটি মুসলিমের জীবনে চলার পথের একটি সংক্ষিপ্ত গাইড হতে পারে। যা তার জীবনের পরতে পরতে যথোপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করবে। সংক্ষিপ্ত বর্ণনাশৈলীতে বিপুল মর্মের ভান্ডার সমৃদ্ধ প্রায় পূর্ণাঙ্গ মুমিন জীবনের নির্দেশিকা বহন করছে গ্রন্থটি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই প্রয়াসটুকুন তার দ্বীনের পথে অসামান্য খিদমত হিসেবে কবুল করে নিন। আমিন।

হে দয়াময়! প্রতিটি কর্মে আপনার কাছে একনিষ্ঠতা কামনা করছি। সামান্য এই খিদমতটুকু আপনি কবুল করে নিন। কিয়ামতের দিন আমাদের তাদের দলভুক্ত করুন যারা আপনার অশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত। নবিগণ, সিদ্দিকগণ, শহিদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে রাব্বুল আলামিন! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সুরা বাকারা : ২০১)

পরিশেষে বলব—এটি যেহেতু 'জাসিকাল কিতাব' নয়, তাই 'লা রইবা ফিহি' বলার সাধ্য আমার নেই। মানুষ মাত্রই ভুল করে। গ্রন্থটিতে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে। যা কিছু ভুল-ত্রুটি ও অকল্যাণকর সব আমি গুনাহগারের পক্ষ থেকে। গ্রন্থটির পাঠকবৃন্দের কোনো ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই শালীনভাবে অবহিত করার অনুরোধ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই প্রয়াসটুকু আমাদের আমলে জারিয়া হিসেবে কবুল করে নিন। আমিন।

**আব্দুল্লাহ আল কাফী**

**১৩-১২-২০২১ খ্রিস্টাব্দ**

kafii6218@gmail.com

# দুআ ও অভিমত

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والاستعانة بالصبر والصلاة عند المصيبة صفة من صفات المؤمنين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين وعلى اله الطاهرين والطيبين وعلى السابقين الاؤلين من الانصار والمهاجرين وعلى الذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين.

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের জন্য। পরলৌকিক কল্যাণ মুত্তাকিদের জন্য। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাদের দুনিয়া ও পরকালীন কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। যুগে যুগে নবি ও রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন। তারা পার্থিব সুখময় জীবন যাপনের পদ্ধতি এবং পরকালীন মুক্তির সকল উপায় হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই শিক্ষা যারা গ্রহণ করেছেন তারা প্রকৃত সুখ-শান্তি অনুধাবন করেছেন। আত্মার প্রশান্তি লাভে ধন্য হয়েছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন তারা গোটা দুনিয়ায় শান্তির আবহাওয়া। পৌঁছে দিয়েছেন প্রতিটি পরিবারে সুখময় মুসলিম জীবনের বারিধারা।

আমি মনে করি—প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এমন জীবন যাপন করা। প্রকৃত শান্তি লাভ করা। আর এ বিষয়টি উঠে এসেছে 'সুখময় মুসলিম জীবন' নামক গ্রন্থটিতে। নবিন লেখক 'আব্দুল্লাহ্ আল কাফী' গ্রন্থটি লিখেছেন। গ্রন্থটির বচনভঙ্গি খুবই সহজ, সুন্দর এবং প্রাঞ্জল। কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতিতে ভরপুর। সাহাবি-জীবনের হৃদয়কাড়া ঘটনাবলীতে সাজানো। আমি বিশ্বাস করি—যে ব্যক্তি গ্রন্থটি পাঠ করবে তার ভেতর সুখময় জীবন যাপনের প্রেরণা জন্ম নেবে।

আমি দুআ করি—আল্লাহ্ যেন লেখকের লেখনীর ধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁর হাতকে আরও শক্তিশালী করেন। সে সাথে লেখক-পাঠক ও প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সকলকে কল্যাণ দান করেন। আমিন।

**মুফতি এরশাদ উল্লাহ্ ইয়ামানী**

৩১-০৮-২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

# লেখক পরিচিতি

আব্দুল্লাহ আল কাফী। ইয়ামানী বংশোদ্ভূত। জন্মেছেন নীলফামারীতে। স্বপ্ন নববি ইলমের ফল্গুধারা ছড়িয়ে দিবেন বিশ্বজুড়ে। অবিস্মরণীয় অবদান রেখে যেতে চান মুসলিম উম্মাহর মাঝে। সেই লক্ষ্যেই লেখালেখিতে পদার্পণ। 'সুখময় মুসলিম জীবন' তার রচিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। আরও লিখছেন। যতদিন জীবন চলমান—বাস্তব ও সত্যনিষ্ঠ লিখনিতে দিনের ফল্গুধারা ছড়িয়ে দিতে চান নিরন্তর।

–প্রকাশক

# সূচিপত্র

ইমানের পথ ....................................................................................১১
নম্রতা মুমিনের বৈশিষ্ট্য ...................................................................... ১৩
শুদ্ধ নিয়ত শুদ্ধ ইবাদাত ....................................................................১৬
উপার্জন হোক হালাল পথে.................................................................. ১৮
হৃদয়ের স্বস্তি শুধু তোমার স্মরণে ..........................................................২২
এসো তাওবার পথে.............................................................................২৫
কুরআন তিলাওয়াতের মর্মকথা ...........................................................৩০
তাকওয়া ........................................................................................৩৮
রবের উপর তাওয়াক্কুল ...................................................................... ৪৩
হৃদয়ের মাধুরী ও ভালোবাসার এপ্রিসিয়েট...........................................৪৯
তিনি চেয়েছেন উত্তম ঋণ; বাড়িয়ে নাও সম্পদ.................................. ৫৬
এত দুনিয়ার মোহ কেনো? একটু পরেই আখিরাত ...............................৬১
পর্দা : দাম্পত্য জীবনে বয়ে আনে প্রশান্তির ফোয়ারা............................ ৬৬
মন খুলে বলো প্রয়োজনের কথা ...........................................................৭১
ক্ষমা-ই যদি করতে না পারো, তবে ভালোবাসো কেনো? .................... ৭৮
অভিজাত জীবনের প্রস্ফুটিত এক সৌরভ.............................................. ৮২
ইনসাফ ...........................................................................................৮৭
ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ...................................................................................৯২
আপনদের আগলে নিই ভালোবাসার চাদরে ....................................... ৯৬
সুখময় পরিবার .................................................................................৯৮
মা-বাবা আমার জান্নাত .....................................................................১০৫
মুসলিম প্যারেন্টিং ...........................................................................১১০
রোগীর সেবা ও শুশ্রূষা ..................................................................... ১১৭
ধৈর্যের পুরস্কার ................................................................................ ১২২
পরিচ্ছন্নতা : সৌন্দর্যের প্রতীক............................................................ ১২৯
হবো অতিথিপরায়ণ..........................................................................১৩৫

পড়ো তোমার রবের নামে ........................................১৪৬
তাঁর কথার চেয়ে উত্তম কার কথা হতে পারে? ........................................১৫৪
তবে তোমার পেরেশানি দূর হবে ........................................১৫৯
পূর্ণ করো প্রতিশ্রুতি ........................................১৬২
সালাত : স্রষ্টার প্রিয় হবার এক টুকরো মাধ্যম ........................................১৬৪
রাইয়্যান : শুধু রোজাদারদের জন্য ........................................১৭১
যাকাত : সৌহার্দ্যের সেতুবন্ধন ........................................১৭৮
হবো কাবার পথের পথিক ........................................১৮২
আজ বাড়িয়ে দাও সবার প্রতি মিত্রতার হাত ........................................১৮৯
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন ........................................১৯৯
মিসওয়াক ফরজ হত, যদি না কষ্ট হত ........................................২০৫
শ্রেষ্ঠ অভিবাদন ........................................২১৩
মিথ্যার শাস্তি ........................................২১৯
যা ঈমানকেও ভস্ম করে দেয় ........................................২২৪
কারও সাথে কখনও করবো না প্রতারণা ........................................২২৭
করবো না প্রসারিত লোলুপ দৃষ্টি ........................................২২৯
তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না ........................................২৩২
জালিম তুমি সাবধান! ........................................২৩৮
বধির, বোবা ও অন্ধ ........................................২৪৩
সুদ : জঘন্যতম এক অপরাধ ........................................২৪৮
আক্ষেপ নেই অপূর্ণতায় ........................................২৫২
সময়ের মূল্যায়ন ........................................২৫৮
হবো জান্নাতের সবুজ পাখি ........................................২৬৭
ভ্রমণ, ভাবনা ও সৃষ্টি রহস্য ........................................২৭৬
আত্মসমালোচনা ........................................২৮১
সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস ........................................২৮৬
অতএব প্রতিযোগিতা হোক পুণ্যময় কর্মে ........................................২৮৮
চলো যুদ্ধ করি নফস এবং শয়তানের বিরুদ্ধে ........................................২৯২

# ইমানের পথ

ইমান একটি নুর। এই নুরের প্রদীপ যার অন্তরে আলোকিত হয়েছে পৃথিবীতে সকল দুঃখ, কষ্ট, দুর্দশা, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির মধ্যেও সে সুখী থাকতে পেরেছে। কারণ তার হৃদয়ে চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভালোবাসা রয়েছে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কাউকে কখনও সাধ্যাতিত মুসিবত চাপিয়ে দেন না।

ইমানের আলোয় সে ভরসা খুঁজে পায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতিজ্ঞা হলো, যারা ইমান আনার পর সৎকর্ম করবে তিনি তাদেরকে সুন্দর একটি পবিত্র জীবন দান করবেন।

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জীবন হবে সংকুচিত।'[১]

'আমি তাদের মনোভাবের তেমনি পরিবর্তন করে দিব, যেমনি তারা এর প্রতি প্রথমবার ইমান আনে নি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দিব।'[২]

'যে মুমিন নর-নারী নেক আমল করবে, আমি অবশ্যই তাদের পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।'[৩]

'এই কিতাবের মধ্যে কোনো সংশয় নেই; তা মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শকস্বরূপ; যারা অদৃশ্যের উপর ইমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে এবং যারা তাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তাদের পূর্ববর্তীদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপর ইমান আনে এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে; তারা তাদের রবের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।'[৪]

---

[১] সুরা তোয়াহা : ১২৪।

[২] সুরা আনআম : ১১০।

[৩] সুরা নাহল : ৯৭।

[৪] সুরা বাকারা : ০২–০৫।

'প্রকৃত ইমানের স্বাদ সে পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসুল হিসেবে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে।'[১]

তবে ইমানের পরীক্ষা তিনি অবশ্যই নিবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন—

'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা, ধন-সম্পদের ক্ষতি ও প্রাণহানি এবং ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।'[২]

---

[১] সহিহ মুসলিম : ৫৭।
[২] সুরা বাকারা : ১৫৫।

# নম্রতা মুমিনের বৈশিষ্ট্য

নম্রতা একটি মহৎ গুণ। নম্রতায় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এমন কিছু দান করেন, যা কঠোরতায় পাওয়া যায় না। নম্র স্বভাবের লোকদের সকলেই ভালোবাসে। পছন্দ করে। মানুষের দৃষ্টি তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। হৃদয় তাদের দিকে ধাবিত হয়। কারণ, তাদের নম্রতা, শিষ্টতা ও শান্ত স্বভাব কথাবার্তা, লেনদেন ও আচার-আচরণ সবকিছুতেই তাদেরকে প্রিয় বানিয়ে দেয়। কোমল হৃদয় সাধারণ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—

'নম্রভাবে পৃথিবীতে চলাফেরা করা আল্লাহর বান্দাদের অন্যতম গুণ।'[৭]

'ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। অতএব মন্দকে উত্তম দ্বারা প্রতিহত কর। ফলে তোমার সঙ্গে যার শত্রুতা রয়েছে, অচিরেই সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।'[৮]

'যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে (তারা এ পৃথিবীতে সৌভাগ্যের মহা নেয়ামত লাভ করবে।)'[৯]

'যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম। আর যাকে মানুষ তাদের জান ও মালের জন্য নিরাপদ মনে করে সে-ই প্রকৃত মুমিন।'[১০]

'আল্লাহ্ তায়ালা এমন ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণ করেন, যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে এবং পাওনা ফিরিয়ে দেয়।'[১১]

---

[৭] সূরা ফুরকান : ৬৩।
[৮] সূরা হা-মীম সাজদা : ৩৪।
[৯] সূরা আল-ইমরান : ১৩৪।
[১০] সিলসিলা সহিহা : ৫৪৯; সুনানু তিরমিযি : ২৬২৭।
[১১] সহিহ বুখারি : ২০৭৬।

'আল্লাহ্ তায়ালা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে তার পোশাক টেনে চলে।'[১২]

'আল্লাহ্ তায়ালা সকল বিষয়ে নম্রতা পছন্দ করেন।'[১৩]

'হে আয়িশা! তুমি নম্রতা অবলম্বন কর আর কঠোরতা বর্জন কর।'[১৪]

'যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত হবে, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।'[১৫]

'হে আয়িশা! আল্লাহ্ তায়ালা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার দরুন এমন কিছু দান করেন, যা কঠোরতার দরুন দান করেন না এবং অন্য কিছুর দরুনও দান করেন না।'[১৬]

আমিরুল মুমিনিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন কিসরা ও কায়সার বিজেতা। প্রায় অর্ধ পৃথিবীর খলিফা। একদিন তিনি খুবই ক্ষুধার্ত। ঘরে খাদ্য, পানীয় কিছুই নেই। বাইতুল মালের একটি পাত্রে কিছু মধু সংগ্রহে আছে। তিনি মিম্বারে চলে গেলেন। বললেন, আল্লাহর কসম! আপনাদের সকলের অনুমতি হলে তবেই আমি তা গ্রহণ করবো। অন্যথায় তা আমার জন্য হারাম।

অর্ধ পৃথিবীর বাদশাহ উমরের যুহুদ, তাকওয়া ও নম্রতা কত উচ্চ ও গভীর ছিলো। যদিও কাফির গোষ্ঠীর মোকাবিলায় তিনি বজ্র কঠোর ছিলেন। কিন্তু আত্মিক ও সামাজিক অনুশাসনে ছিলেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভাষায় 'রুহামাউ বাইনাহুম'। তিনি একাধিক তালিযুক্ত জামা পরিধান করতেন। ধনী-গরীব, ছোট-বড় সকলেই তার দরবারে হাজির হতো ও নালিশ করতে পারতো।

একদিন এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হলে তার মধ্যে ভীতির সঞ্চার হলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেললো লোকটি। তার কম্পনরত অবস্থা দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন—'নিজেকে স্থির কর। স্বাভাবিক হও। আমি কোনো অত্যাচারী কিংবা জোরদখলকারী নই, কেবল একজন মায়ের সন্তান। মক্কা নগরীতে শুষ্ক গোশত ভক্ষণকারী একজন মানুষ মাত্র।'

---

[১২] সহিহ বুখারি : ৫৭৮৩; সহিহ মুসলিম : ২০৮৫; মুসনাদু আহমদ : ৫৩৭৭।
[১৩] সহিহ বুখারি : ৬৩৯৫।
[১৪] সহিহ বুখারি : ৬৪০১।
[১৫] সহিহ বুখারি : ৬৪৯৪।
[১৬] সহিহ বুখারি : ৬৪৯৫।

রাসুলের মুখে নম্র বাণী শুনে লোকটি স্বাভাবিক হলো। অতঃপর নিজের প্রয়োজনের কথা বললো।

এরপর দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে প্রিয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—'হে লোকসকল! আমি এ ব্যাপারে আদিষ্ট যে, তোমরা বিনয় প্রকাশ কর। এমনভাবে বিনয় প্রকাশ কর, যাতে একে অপরের উপর গবেষণা করে অহমিকা না দেখায়। তোমরা আল্লাহর বান্দা এবং পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হও।'[১৭]

বাড়ির খাদেম বা চাকরের প্রতি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তার অন্যতম খাদেম। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

'আমি দশ বছর রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনও আমার জন্য 'উহ্' শব্দ বলেননি। কোনো কাজ করে বসলে তিনি একথা বলেননি যে, 'তুমি এ কাজ কেন করলে?' এবং কোনো কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, 'তুমি কেন করলে না?'[১৮]

নম্রতা ও বিনয় মানুষের অন্যতম সুকুমার ভূষণ। দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির মহৌষধ। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলকে নম্রতা ও বিনয় অর্জন করার তাওফিক প্রদান করুন। আমিন।

---

[১৭] সহিহ্ মুসলিম : ৬৪; সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৯৫।
[১৮] সহিহ্ বুখারি : ৬০৩৮; সহিহ্ মুসলিম : ৬১৫১।

# শুদ্ধ নিয়ত শুদ্ধ ইবাদাত

'নিয়ত' অর্থ হলো, ইচ্ছা করা। নিয়ত শুদ্ধ না হলে কোনো আমলই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কবুল হবে না। সঠিক নিয়তবিহীন আমলের কোনো মূল্য নেই। এজন্য আমাদের সকল ইবাদত ও আমলে 'খুলুসিয়ত' থাকা চাই। 'খুলুসিয়ত' অর্থ হলো একনিষ্ঠতা। সকল ইবাদত ও আমল একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আদায় করা, এটাই হলো নিয়ত ও খুলুসিয়ত-এর মর্মকথা।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—

'নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য। যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।'[১৯]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়ত অনুসারে প্রতিফল পাবে। এজন্য যে দুনিয়া লাভের জন্য বা কোনো নারীকে পাওয়ার জন্য হিজরত করেছে, তবে তার হিজরত হবে সে উদ্দেশ্যেই, যে জন্য সে হিজরত করেছে।'[২০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেন—'এ বিজয়ের পর আমাদের আর কোনো হিজরত নেই। এখন শুধু জিহাদ ও নিয়ত। যখনই তোমাদের বের হওয়ার আহবান করা হবে, তোমরা বেরিয়ে পড়বে।'[২১]

'সওয়াবের আশায় যখন কেউ তার পরিবার ও পরিজনের প্রতি ব্যয় করে, তখন তা সদকাহ হিসেবে গণ্য হয়।'[২২]

'যে তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বিছানায় আসে, কিন্তু নিদ্রা তার চক্ষুদ্বয়ে প্রবল হওয়ায় ভোর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তাকে তার নিয়ত

---

[১৯] সুরা আনআম : ১৬২।

[২০] সহিহ বুখারি : ০১; সহিহ মুসলিম : ১৯০৭; আহমদ : ১৬৮।

[২১] সহিহ বুখারি : ২৮২৫।

[২২] সহিহ বুখারি : ৫৩৫১; সহিহ মুসলিম : ১০০২; আহমদ ১৭০৮১।

অনুসারে সওয়াব দেওয়া হবে। আর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে তার ঘুম সদকাস্বরূপ হয়ে যাবে।'[২২]

'যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উপর বিশ্বাস রেখে সওয়াবের নিয়তে রমজানে তারাবির সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[২৩]

ইসলামে নিয়তের এতই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, নিয়তবিহীন কোনো কিছু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নিকটে কবুল হবে না। যেমন কেউ পারিবারিক বা সামাজিক চাপে পড়ে মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে, তাহলে তার সালাত বিশুদ্ধ নিয়ত ও খুলুসিয়ত না থাকার কারণে কবুল হবে না। আবার কেউ কোনো ভালো কাজের নিয়ত করেছে, কিন্তু করতে পারে নি, তবুও তার আমলনামায় সওয়াব লিখা হয়। নিয়তের মাহাত্ম্য এখানেই।

নিয়ত সম্পূর্ণ অন্তরের ব্যাপার। কারণ, ইচ্ছা অন্তরেই জাগ্রত হয়। যদি মুখের কথার সাথে অন্তরের ইচ্ছা সাংঘর্ষিক হয়, তাহলেও নিয়ত বিশুদ্ধ হবে না। বিশুদ্ধ নিয়তে কথা ও কাজ উভয়টিতেই মিল থাকতে হবে।

বিশুদ্ধ নিয়ত ও খুলুসিয়তে আত্মা প্রশান্তি পায়। হৃদয় খোশ হয়ে যায়। সৎ ও ন্যায় সাদরে গ্রহণ করা যায়। অসৎ ও গুনাহের কাজ নির্দ্বিধায় ত্যাগ করা যায়। কারণ, হৃদয়ে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ধ্যান সর্বদা তিনি ভালোবাসেন এমন কাজেই নিমগ্ন করবে। তার ঘৃণিত ও অপছন্দের কাজ হতে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সকলের অন্তরে বিশুদ্ধ নিয়ত ও খুলুসিয়ত প্রদান করুন। আমিন।

---

[২২] সুনানু নাসায়ি : ১৭৮৭।
[২৩] সহিহ্ বুখারি : ২২০০।

# উপার্জন হোক হালাল পথে

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে প্রদান করা অন্যতম নিয়ামত হলো—রিজিক।

রিজিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। তিনি তার বাধ্য, অবাধ্য সকল বান্দাকেই রিজিক প্রদান করে থাকেন। তাই তিনি উত্তম রিজিকদাতা। তবে অবাধ্যরা পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে। আর বাধ্য মুসলিমরা পরকালেও মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ লাভ করবে।

বান্দাকে একমাত্র আল্লাহই রিজিক দিয়ে থাকেন। তবে বান্দার সেই রিজিক খুঁজে নিতে হয় এবং বৈধ পদ্ধতিতে পবিত্র রিজিক খুঁজে নিতে হয়। অবৈধ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত রিজিক এবং অননুমোদিত রিজিক ভক্ষণ ইসলামি শরিয়াহ আইনে নিষিদ্ধ। এর জন্য বিচার দিবসেও কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

এ বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন—

'আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিজিক তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে আহার কর।'[১৯]

'তোমাদের উপার্জিত উত্তম বস্তু হতে ব্যয় কর।'[২০]

'পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎ কর্মশীল হও। তোমরা যা করছ আমি তা জানি।'[২১]

'সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে রিজিক তালাশ কর, তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।'[২২]

[১৯] সুরা বাকারা : ১৭২।
[২০] সুরা বাকারা : ২৬৭।
[২১] সুরা মুমিনুন : ৫১।
[২২] সুরা আনকাবুত : ১৭।

'অতঃপর নামাজ শেষ হলে তোমরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'[১৯]

হজরত জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

'হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ উপায়ে জীবিকা উপার্জন কর। কেননা কোনো প্রাণীই তার নির্ধারিত রিজিক পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না, যদিও কিছু বিলম্ব ঘটে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর। সৎভাবে জীবিকা উপার্জন কর। যা হালাল তা গ্রহণ কর। যা হারাম তা বর্জন কর।'[২০]

'কোনো ব্যক্তি নিজ হাতে উপার্জনের খাবার ছাড়া উত্তম কোনো খাবার খেতে পারে না। নবি দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।'[২১]

'মানুষ সবচেয়ে পবিত্র আহার যা গ্রহণ করে, তা হচ্ছে তার নিজের উপার্জিত আহার। আর তার সন্তানও হচ্ছে তার উপার্জিত সম্পদ।'[২২]

'উত্তম উপার্জন হলো নিজ হাতের উপার্জন এবং যে কোনো বৈধ ব্যবসার উপার্জন।'[২৩]

হালাল রিজিক বান্দার উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অনেক বড় অনুগ্রহ। তিনি বিভিন্ন পন্থায় বান্দাকে রিজিক প্রদান করে থাকেন। তবে বান্দা বিশেষভাবে ছয়টি কাজ করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার জন্য হালাল রিজিকের পথ খুলে দিবেন।

১. তাকওয়া অবলম্বন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক প্রদান করবেন।'[২৪]

---

[১৯] সুরা জুমুআ : ১০।
[২০] সুনানু ইবনি মাজাহ : ২১৪৪।
[২১] সহিহ বুখারি : ২০৭২।
[২২] সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৯০; সুনানু নাসায়ি : ৪৪৫২।
[২৩] মুসনাদু আহমদ : ৪/১৪১।
[২৪] সুরা তালাক : ২ ও ৩।

২. তাওয়াক্কুল করা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।'[২৫]

৩. সদকাহ্ করা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করজ দেবে? অতঃপর আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সবাই ফিরে যাবে।'[২৬]

৪. শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আজাব বড়ই কঠিন।'[২৭]

৫. ইস্তিগফার করা। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—'অতঃপর (আমি নূহকে) বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র (রিজিক উৎপাদনে) বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করবেন।'[২৮]

৬. আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—'যে কামনা করে যে তার রিজিক বেড়ে যাক এবং হায়াত দীর্ঘায়িত হোক, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে।'[২৯]

ইবাদত কবুলের প্রথম শর্ত হলো হালাল রিজিক উপার্জন করা। অথচ, আজকে সমাজে এটাকে সবচে' অবহেলিত, উপেক্ষিত, গুরুত্বহীন ও মামুলি বিষয় গণ্য করা হয়।

হাশরের ময়দানে মানুষ সাতটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত এক কদম সামনের দিকে এগুতে পারবে না। এই সাতটি প্রশ্নের দু'টি প্রশ্ন এমন হবে যে, 'কোন পথে আয়-উপার্জন করেছ? এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছ?

[২৫] সুরা তালাক : ৩।
[২৬] সুরা বাক্বারা : ২৪৫।
[২৭] সুরা ইব্রাহীম : ০৭।
[২৮] সুরা নুহ : ১০-১২।
[২৯] সহিহ বুখারি : ৫৫৫৯।

আজকে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ হাদিসের মর্মই সমাজের বাস্তব চিত্রে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, 'মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় আসবে, যখন কোনো ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তা হালাল বা হারাম পন্থায় অর্জিত হচ্ছে কি-না এ কথা মোটেই চিন্তা করবে না।'[৫০]

হালাল পথে উপার্জনেই রয়েছে প্রকৃত সুখ ও প্রশান্তি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের সকলকে হালাল পন্থায় হালাল রিজিক উপার্জনের তাওফিক প্রদান করুন। আমিন।

---

[৫০] সহিহ বুখারি : ২০৫৯।